

সার্কুলার নং: বিজিএ/কাস/২০২৪/৫৪

তারিখ: ০৬/০৩/২০২৪

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার উপর মুসক অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

সূত্র: (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/৬৪(২), তারিখ: ০৪/০৩/২০২৪।

(খ) বিজিএমইএ'র সার্কুলার নং বিজিএ/কাস/২০২৪/০৮, তারিখ: ০৩/০১/২০২৪।

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/০২, তারিখ: ০৩/০১/২০২৪।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

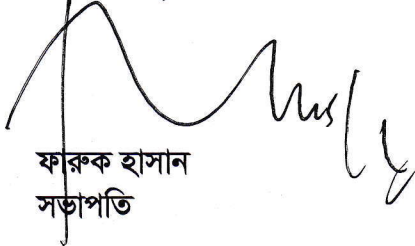
আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন্দর সেবার বিপরীতে ভ্যাট অব্যাহতির বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/০২, ০৩/০১/২০২৪ এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যা ইতিপূর্বে বিজিএমইএ হতে সূত্রোক্ত 'খ' সার্কুলারের মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে নির্দেশনা জারীর পরও বন্দর কর্তৃপক্ষ ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে বিষয়টি সুরাহার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে বন্দর সেবার বিপরীতে ভ্যাট অব্যাহতির বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট করে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সূত্রোক্ত 'ক' নির্দেশনা জারী করেছে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনাসমূহ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,



ফারুক হাসান
সভাপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

[মুসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/ ৫৪২

তারিখঃ ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার উপর মুসকের প্রযোজ্যতা।

- সূত্রঃ (১) বিজিএমইএ এর পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০২৩/১৪৫৪৯; তারিখঃ ০১/১০/২০২৩ খ্রিঃ;
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/০২, তারিখঃ ০৩/০১/২০২৪ খ্রিঃ;
(৩) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং-ডিটি/শিপ/মুসক প্রদান/২০১৬/৫২, তারিখঃ ১৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত (৪) নং পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজে মালামাল বোঝাই ও খালাসকরণ সেবার বিপরীতে আদায়কৃত বন্দর মাশুলের উপর মুসক-প্রযোজ্যতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০৩। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলোচ্য বিষয়ে ইতোপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, “প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মুসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী মুসক নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে-রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানি ও তৈরি পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি উভয় পর্যায়ে “বন্দর” সেবা অব্যাহতি প্রাপ্ত”।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ইতোপূর্বে জারিকৃত নির্দেশনা পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০১ (এক) পাতা।

[ব্যারিস্টার মোঃ বদরুজ্জামান মুন্সী]
দ্বিতীয় সচিব (মুসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ০২২২২২১৭৭২৫, এক্সঃ ০৭৫৮
ই-মেইলঃ vatpolicy@gmail.com

প্রাপক:

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য

১। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম [তাকে আলোচ্য বিষয়ে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মুসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ০৩/১/২০২৪ তারিখে জারিকৃত নির্দেশনা পত্রের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয় পূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো]।

২। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, হাউজ-৭/৭এ, সেক্টর-১৭, উত্তরা, ঢাকা।

[ব্যারিস্টার মোঃ বদরুজ্জামান মুন্সী]
দ্বিতীয় সচিব (মুসক আইন ও বিধি)

সার্কুলার নং: বিজিএ/কাস/২০২৪/ ৮

তারিখ: ০৩/০১/২০২৪

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রাচল্ল রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার উপর মূসক অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

- সূত্র: (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/০২, তারিখ: ০৩/০১/২০২৪।
(খ) বিজিএমইএ'র পত্র নং বিজিএ/কাস/২০২৩/১৪৫৪৯, তারিখ: ০১/১০/২০২৩।
(গ) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, চট্টগ্রামের নথি নং ০১.১৫০০.৫০৩.০৫.৪১৬.২১/৮৩৯০, তারিখ: ৫/৭/২০২২।
(ঘ) এস.আর.ও নং ১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মূসক, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৯।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

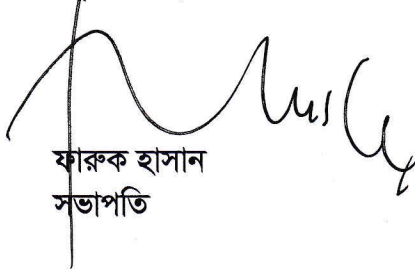
আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, চট্টগ্রামের সূত্রোক্ত 'গ' নথির নির্দেশনা মোতাবেক বন্দর সেবার বিপরীতে ১৫% ভ্যাট কর্তন শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হতে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সভায় মিলিত হই এবং পত্র প্রেরণ করি।

বিজিএমইএ'র প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সূত্রোক্ত 'ক' নথি জারীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রাচল্ল রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার বিপরীতে মূসক (ভ্যাট) অব্যাহতির বিষয়টি সুস্পষ্ট করে। যার ফলে রপ্তানিকারকগণ বন্দর সেবার বিপরীতে মূসক অব্যাহতির সুবিধা পুনরায় ভোগ করতে পারবে যা রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যয় হ্রাস করে সক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়ক হবে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সূত্রোক্ত নথিসমূহ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,



ফারুক হাসান
সভাপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
[মুসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/ ০২

তারিখঃ ১৯ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০৩ জানুয়ারী, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার উপর মুসকের প্রযোজ্যতা।

- সূত্রঃ (১) বিজিএমইএ এর পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০২৩/১৪৫৪৯; তারিখঃ ০১/১০/২০২৩ খ্রিঃ;
(২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মুসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ;
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৯/মুসক/২০২১, তারিখঃ ১১/১১/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত (১) নং পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বন্দর সেবার বিপরীতে মুসক আদায় করছে। রপ্তানি বাণিজ্যের সক্ষমতা বজায় রাখার নিমিত্ত পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার বিপরীতে মুসক আদায় হতে বিরত থাকার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

০৩। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায়,

(ক) প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মুসক, তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী “বন্দর” অর্থ এমন কোনো উন্মুক্ত বা অন্যবিধ স্থান যেখানে আমদানিকৃত বা রপ্তানিযোগ্য যে কোনো পণ্য পণ্যের বিনিময়ে বা অন্য কোনোভাবে মজুদ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং উক্তরূপ যে কোনো পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণের সহায়ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডসহ মজুদকৃত অথবা সংরক্ষিত উক্তরূপ কোনো পণ্যের নিরাপত্তা স্ক্যানিং সেবাসহ পণ্য চালানোর নিষ্পত্তি বিষয়ক সকল কর্মকান্ড এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত আইসিডি (ICD-Inland Container Depot) এবং সিএফএস (CFS-Container Freight) ও এই সেবার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মুসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী মুসক নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে- রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানি ও তৈরি পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি উভয় পর্যায়ে “বন্দর” সেবাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৮৮-আইন/২০১৯/৪৫-মুসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী মুসক নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে- রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানি ও তৈরি পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি উভয় পর্যায়ে “বন্দর” সেবা অব্যাহতি প্রাপ্ত। বিষয়টি নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

[মোঃ আমিনুল ইসলাম]

দ্বিতীয় সচিব (মুসক আইন ও বিধি)

ফোনঃ ০২২২২২১৭২৫, এক্সঃ ০৭৫৮

Administration	Health
Accounts	Insurance
Arbitration	Labour
Competition	Membership
CMC	MIS
C & M	PR
Communication	RDTI
Fair	SDP
Fair & Safety	

প্রাপক:

সভাপতি

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, হাউজ-৭/৭এ, সেক্টর-১৭, উত্তর-ঢাকা।